বিশ্বের হারিয়ে যেতে বসা ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

লন্ডন, ১২ ডিসেম্বর (পি টি আই): ভারত সহ বিশ্বের নানা প্রান্তের হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন ভাষা বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ নিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ওয়ার্ল্ড ওরাল লিটারেচার প্রজেক্টের আওতাধীন এই কর্মসূচিতে একটি কম্পিউটার চালিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলছেন। সারা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের উৎসাহীরা তথ্যভাণ্ডারে থাকা ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। ভারতের কেরল, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কিছু ভাষাকে এই তথ্যভাণ্ডারে স্থান দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের ৩৫২৪টি ভাষা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন গবেষকরা।

www.oralliterature.org ওয়েবসাইটে মিলবে যাবতীয় তথ্য।

কেমব্রিজের গবেষকরা এমন কিছু ভাষাকে বেছেছেন যেগুলির অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই কোনও সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে আটকে পড়েছে। গবেষকরা সেইসব ভাষার সাহিত্যিক নমুনাই শুধু সংগ্রহ করেননি সাংস্কৃতিক উপাদানকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। জোর দিয়েছেন এথনোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশনের (তুলনামূলক মানববিদ্যার তথ্য সংগ্রহ) উপরেও । উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতের কেরলের পালাক্কাড জেলার মুদুগার ও কুরুম্বার সম্প্রদায়ের কথা। গবেষকরা ডিজিটাল ভিডিও, অডিও এবং ফটোগ্রাফির মাধ্যমে এঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির তথ্য নিয়েছেন। তথ্য নেওয়া হয়েছে রাজস্থানের বুন্দি জেলার থিকাদা গ্রামের মালি সম্প্রদায়ের সাপের দেবতা তেজাজি সম্বন্ধেও। তেজাজির জীবন ও নানা কীর্তি কাহিনী নিয়ে লেখা একটি গাথাকাব্য ২০ ঘন্টা ধরে রেকর্ড করা হয়েছে। হাদোতি অঞ্চলে প্রচলিত তেজাজির পুজোর আচার-অনুষ্ঠানের তথ্যও নেওয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের তালিকায় আছে পাকিস্তানে প্রচলিত তোরওয়ালি ভাষার মৌখিক সাহিত্যও। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের উদ্যোগে একটি তোরওয়ালি অভিধানও তৈরি হয়েছে। নেপালের নাগাদাং, ছাড়াও ইউরোপে ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ভাষারও তথ্য নেওয়া হয়েছে। ওরাল লিটারেচার প্রজেক্টটি আসলে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে কয়েক হাজার ভাষাকে 'বাঁচিয়ে' রাখার প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের কারণও ব্যাখা করেছেন প্রজেক্টের প্রধান ডঃ মার্ক তুরিন। তাঁর সাফ কথা, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় ৬৫০০ কিছু বেশি ভাষা টিকে আছে। কিন্তু, এই শতাব্দীর শেষে তাদের অর্ধেক শুধু মৌখিক ভাষা রূপে বেঁচে থাকবে।

এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তুরিন। বিশ্বের নানা ভাষা বংশের এমন সর্বনাশের জন্য তিনি দায়ী করেছেন বিশ্বায়নকে। সেই সঙ্গে দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও ভাষাগুলির সর্বনাশের কারণ হবে বলে মনে করেন তিনি।